এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(এপ্রিল-জুন ২০১৯)

ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

ভূমিকাঃ

অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের অন্যতম প্রধান শর্ত হলো আর্থিক অন্তর্ভুক্তি। আর সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীসহ সমাজের সবধরণের জনগণের জন্য উপযোগী ও ব্যয়সাশ্রয়ী আর্থিক সেবা প্রাপ্তি সহজলভ্য করাই হলো আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মূলমন্ত্র । সে বিবেচনায় এজেন্ট ব্যাংকিং প্রসারের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্প্রসারণ অত্যন্ত কার্যকরী একটি মাধ্যম। কেননা, এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থায়, ব্যাংক এর অনুমোদিত এজেন্টের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যাংকিং সেবা নিরাপদ ও সহজলভ্য উপায়ে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া সম্ভব। বিশ্ব ব্যাংকের Global Findex Database 2017 এর তথ্য মতে এখনও বিশ্বের ১.৭ বিলিয়ন প্রাপ্তবয়স্ক জনগণের কোন ধরণের ব্যাংক হিসাব নেই। এ বিপুল জনগোষ্ঠীকে আনুষ্ঠানিক আর্থিক সেবার বাইরে রেখে বৈশ্বিক অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জন যেমন সম্ভব নয়, তেমনি একটি দেশের সিংহভাগ জনগোষ্ঠী আনুষ্ঠানিক আর্থিক সেবার বাইরে থাকলে সে দেশের পক্ষেও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। এলক্ষ্যে, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম সহযোগী হবার অভিপ্রায়ে ও রূপকল্প ২০২১ এর সঙ্গে সঙ্গতিরেখে বাংলাদেশ ব্যাংক তার চলমান আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion) কার্যক্রমের আওতায় ব্যাংকিং সেবাকে ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীসহ সবধরণের জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ২০১৩ সাল থেকে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম গ্রহণ করে। এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতায় তফসিলি ব্যাংকসমূহ তাদের অনুমোদিত এজেন্টের মাধ্যমে জনগণকে ব্যয়সাশ্রয়ী, নিরাপদ ও আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে আসছে যা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এ কারণে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম প্রতিনিয়ত গ্রামাঞ্চলসহ সর্বত্র জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে।

জুন ২০১৯ পর্যন্ত ২১ টি তফসিলি ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন পেয়েছে তবে ১৯ টি ব্যাংক মাঠ পর্যায়ে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থা অনুমোদনের ফলে শুধু সমাজের সুবিধাবঞ্চিত/প্রান্তিক জনগোষ্ঠীরাই উপকৃত হচ্ছে তা নয় বরং বিদ্যমান সব ধরণের ব্যাংক গ্রাহকরাও এ সেবা গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে। কেননা ব্যাংকের এজেন্ট একটি ব্যাংক শাখার ন্যায় অনলাইন ব্যাংকিং সেবা প্রদানে সক্ষম হওয়ায় একজন গ্রাহক দেশের যে কোন প্রান্তে অবস্থান করেও সংশ্লিষ্ট এজেন্ট আউটলেট হতে তার হিসাবে লেনদেন করতে পারছে। এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থা তাই আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্প্রসারণে অন্যতম সহায়ক হিসেবে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হচ্ছে।

১। এজেন্ট ও আউটলেট

১.১। ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনাকারী ১৯ টি ব্যাংকের এজেন্ট ও আউটলেট এর সংখ্যাভিত্তিক তথ্য নিচের ছকে তুলে ধরা হলোঃ

ছকঃ ১

ক্রঃ নং	ব্যাংকের নাম	এজেন্ট			আউটলেট		
		শহর (১)	গ্রাম (২)	মোট= (১)+(২)	শহর (৩)	গ্রাম (৪)	মোট = (৩)+(৪)
১	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	২৬৯	৪৭২	**৭৪১**	৪৪৫	২,৫০৮	**২,৯৫৩**
২	ব্যাংক এশিয়া লি.	২৯৩	২,৫৮৪	**২,৮৭৭**	৩০৬	২,৬৫৪	**২,৯৬০**
৩	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	২৯	১১৯	**১৪৮**	২০	২০৭	**২২৭**
৪	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	৭	৩৫	**৪২**	৭	৯৩	**১০০**
৫	মধুমতি ব্যাংক লি.	০	৩২১	**৩২১**	০	৩২১	**৩২১**
৬	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	২৬	৬৮	**৯৪**	২৭	৮৩	**১১০**
৭	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	৪	৫৫০	**৫৫৪**	৩০	৫৩৭	**৫৬৭**
৮	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	৩	২১	**২৪**	৩	২১	**২৪**
৯	অগ্রণী ব্যাংক লি.	১০	১৯০	**২০০**	১০	১৯০	**২০০**
১০	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	০	২১	**২১**	০	২২	**২২**
১১	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	১৫	১৭	**৩২**	৮	২৬	**৩৪**
১২	দি সিটি ব্যাংক লি.	২১	৩৫	**৫৬**	৩৯	১৩৪	**১৭৩**
১৩	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	৪৫	৪৫৪	**৪৯৯**	৪৫	৪৫৪	**৪৯৯**
১৪	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	১০	১৪	**২৪**	২৮	৬৭	**৯৫**
১৫	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	১৯	৬৫	**৮৪**	১৯	৬৫	**৮৪**
১৬	এবি ব্যাংক লি.	৮	২৬	**৩৪**	৮	২৬	**৩৪**
১৭	এনআরবি ব্যাংক লি.	১	১৬৪	**১৬৫**	১	১৬৪	**১৬৫**
১৮	ব্র্যাক ব্যাংক লি.	১২	৮১	**৯৩**	১৩	৮৬	**৯৯**
১৯	ইস্টার্ন ব্যাংক লি.	১	৩	**৪**	১	৩	**৪**
মোট		**৭৭৩**	**৫,২৪০**	**৬,০১৩**	**১০১০**	**৭,৬৬১**	**৮,৬৭১**

ছক-১ হতে দেখা যায়, ১৯ টি ব্যাংক এর সর্বমোট ৬,০১৩ টি এজেন্ট এর আওতায় ৮,৬৭১ টি আউটলেটের মাধ্যমে সারাদেশে এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এজেন্ট ও আউটলেট বিস্তৃতির দিক থেকে ব্যাংক এশিয়া লি. শীর্ষে অবস্থান করছে এবং ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি. দ্বিতীয় শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে। ব্যাংক এশিয়া লি. গ্রামাঞ্চলে আউটলেট বিস্তৃতিতে সবচেয়ে এগিয়ে আছে। ব্যাংক এশিয়া লি. বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারগুলোকে (UDC) এজেন্ট আউটলেট হিসেবে ব্যবহার করেছে যা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অনুকূলে ব্যাংকিং সেবা সম্প্রসারণে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও, মধুমতি ব্যাংক লি. ও এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি. এজেন্ট আউটলেট হিসেবে বেশ কিছু UDC ব্যবহার করছে।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের জানু-মার্চ ত্রৈমাসে ১৯ টি ব্যাংকের এজেন্ট ও আউটলেটের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪,৮৬৬ এবং ৭,৮৩৮ টি। এপ্রিল-জুন ২০১৯ ত্রৈমাসে উক্ত এজেন্ট ও আউটলেটের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৬,০১৩ ও ৮,৬৭১ টি। এজেন্ট ও আউটলেটের সংখ্যাভিত্তিক বৃদ্ধির হার তুলনা করলে দেখা যায়, আলোচ্য ত্রৈমাসে এজেন্টের সংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় ২৪ শতাংশ এবং আউটলেটের সংখ্যা বৃদ্ধি হার প্রায় ১১ শতাংশ ।

এজেন্ট ও আউটলেট সংখ্যা বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

চিত্র-১ঃ

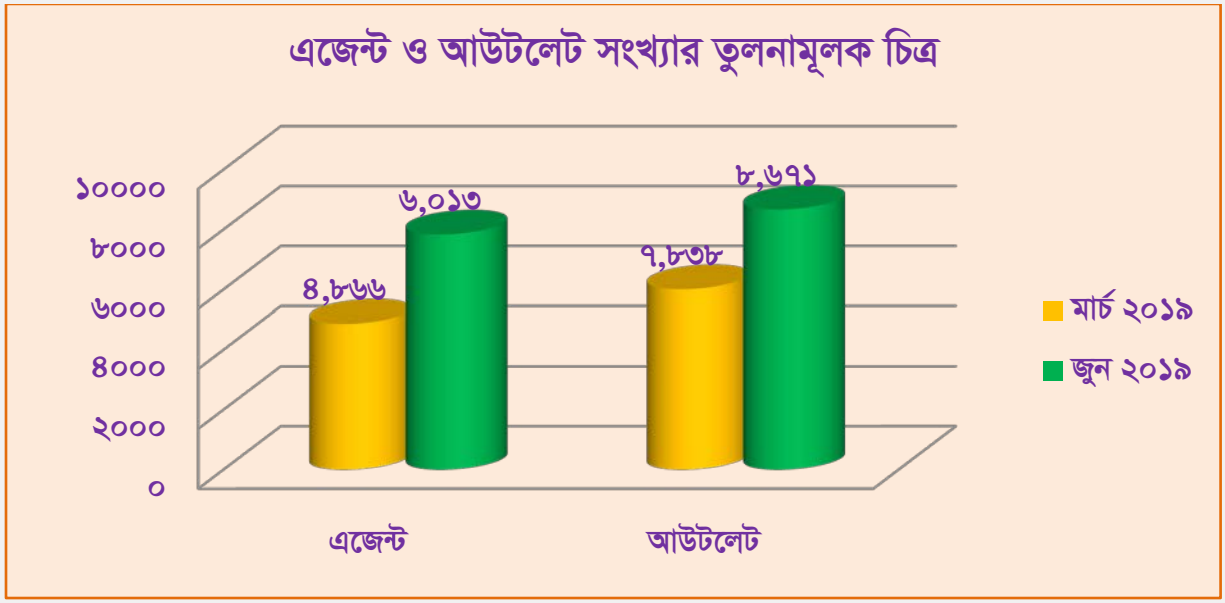

২। এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে খোলা হিসাব

২.১। এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে খোলা হিসাবসমূহের (খাতওয়ারী) তথ্য নিম্নরূপঃ

ছকঃ ২

ক্রঃ নং	ব্যাংকের নাম	হিসাব সংখ্যা								মোট
		শহর (১)	গ্রাম (২)	পুরুষ (৩)	নারী (৪)	অন্যান্য (৫)	চলতি (৬)	সঞ্চয়ী (৭)	অন্যান্য (৮)	(১)+(২)= (৩)+(৪)+(৫)= (৬)+(৭)+(৮)
১	ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লি.	২,৯৬,২৩১	১২,৪২,০৩৫	১১,৩০,১২০	৪,০৮,১৪৬	০	২৭,৭০৪	১৪,০৩,৬০২	১,০৬,৯৬০	**১৫,৩৮,২৬৬**
২	ব্যাংক এশিয়া লি.	২,০৪,৩৬৯	৮,৬০,১১৯	৫,৩৫,৮৬৭	৫,০৫,৪৮০	২৩,১৪১	৩৬,৯৫৪	৯,৪৪,২১৩	৮৩,৩২১	**১০,৬৪,৪৮৮**
৩	আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.	৯,৩৫২	১,৬৬,১৪৬	১,০৩,৪৫৯	৭২,০৩৯	০	৯,২৪০	১,২৯,৩০৬	৩৬,৯৫২	**১,৭৫,৪৯৮**
৪	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	৯৩৭	৩২,০১৯	১৭,৫৮৭	১৫,৩৬৯	০	৫৭১	২৮,৫৬৩	৩,৮২২	**৩২,৯৫৬**
৫	মধুমতি ব্যাংক লি.	০	৪৭,২৩৪	২৩,৩৪২	২৩,৮৯২	০	৭৫০	৪৫,৯৫৩	৫৩১	**৪৭,২৩৪**
৬	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	৮,২২৩	৩৪,০৮২	২৫,৫০৩	১৬,৮০২	০	২,৪৫২	৩১,৯৪৮	৭,৯০৫	**৪২,৩০৫**
৭	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	২,২৩৯	৪৭,৫০২	৩৩,৭১২	১৬,০২৯	০	১৩৩	৪৮,১২৩	১,৪৮৫	**৪৯,৭৪১**
৮	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	৮২৯	৯,১৯০	৬,১০২	৩,৯১৭	০	৯৯৮	৭,১৯৭	১,৮২৪	**১০,০১৯**
৯	অগ্রণী ব্যাংক লি.	৩,১৩৪	৮৯,৭৭৫	৫১,২৯৩	৪১,৬১৭	০	৪,৫৯২	৮২,৮৯৩	৫,৪২৪	**৯২,৯০৯**
১০	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	০	২১,৫৪৬	১২,৫২১	৯,০২৫	০	১,৫০১	১৫,০৬৪	৪,৯৮১	**২১,৫৪৬**
১১	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	১,১৭৭	৮,৪৮৩	৫,৯২৭	৩,৭৩৩	০	৩৮৮	৭,২৭৪	১,৯৯৮	**৯,৬৬০**
১২	দি সিটি ব্যাংক লি.	৯,৭০২	৪৪,০৫২	৩৬,৩৬২	১৭,৩৯২	০	৬,৬৬০	৩৯,৫৭৭	৭,৫১৭	**৫৩,৭৫৪**
১৩	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	২২,৮০৫	২,০৭,৫৪৮	১,৪৮,৬৬৮	৮১,৬৮৫	০	৯,৫৪৫	১,৩৬,২২৭	৮৪,৫৮১	**২,৩০,৩৫৩**
১৪	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	৬,২৮৬	৯,২৩২	৮,৩০১	৭,২১৭	০	১৬৫	১৪,৩২৮	১,০২৫	**১৫,৫১৮**
১৫	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	৩,৫৩২	১৫,৬২১	১২,৯৬৪	৬,১৮৯	০	১,৭৫৩	১৩,০৭৬	৪,৩২৪	**১৯,১৫৩**
১৬	এবি ব্যাংক লি.	১,২৫২	৫,৪৬৫	৪,৪৬৩	২,২৫৪	০	৩৫৬	৪,৮৬৭	১,৪৯৪	**৬,৭১৭**
১৭	এনআরবি ব্যাংক লি.	০	৩,৯৭৫	২,৪১০	১৩২৬	২৩৯	২৫৭	২,৬৫১	১,০৬৭	**৩,৯৭৫**
১৮	ব্র্যাক ব্যাংক লি.	৩৮৪	১৬৫৯	১,৬৩৭	৪০৬	০	১৭৪	১,৮৬৯	০	**২,০৪৩**
১৯	ইস্টার্ন ব্যাংক লি.	২৮২	২৫৫	৩৮০	১৫৭	০	১৭	৪৪৫	৭৫	**৫৩৭**
মোট		**৫,৭০,৭৩৪**	**২৮,৪৫,৯৩৮**	**২১,৬০,৬১৮**	**১২,৩২,৬৭৫**	**২৩,৩৮০**	**১,০৪,২১০**	**২৯,৫৭,১৭৬**	**৩,৫৫,২৮৬**	**৩৪,১৬,৬৭২**

ছক-২ হতে দেখা যায়, জুন ২০১৯ পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ১৯ টি ব্যাংকের মাধ্যমে খোলা মোট হিসাব সংখ্যা ৩৪,১৬,৬৭২ টি। তথ্য পর্যালোচনায় আরো দেখা যায়, শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে প্রায় ৫ গুণ বেশি ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে, যা এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ। তবে, নারী হিসাবধারীর তুলনায় পুরুষ হিসাবধারীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুন। এজেন্ট ও আউটলেট বিস্তৃতির দিক থেকে ব্যাংক এশিয়া লি. শীর্ষে অবস্থান করছে। তবে হিসাব সংখ্যার বিবেচনায় ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লি. শীর্ষে আছে যার এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে খোলা হিসাব সর্বমোট হিসাবের ৪৫ শতাংশ। হিসাব খোলার সংখ্যার ভিত্তিতে ব্যাংক এশিয়া লি. দ্বিতীয় ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। উল্লিখিত তিনটি ব্যাংকের এজেন্ট আউটলেটের মাধ্যমে মোট হিসাবের ৮০ শতাংশেরও বেশী হিসাব খোলা হয়েছে। এছাড়া, মধুমতি ব্যাংক লি., ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি. ও এনআরবি ব্যাংক লি. এর এজেন্ট/আউটলেটের মাধ্যমে সবগুলো হিসাব গ্রামাঞ্চলে খোলা হয়েছে।

মার্চ ২০১৯ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত হিসাব খোলার ব্যাংকওয়ারি চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

চিত্রঃ ২

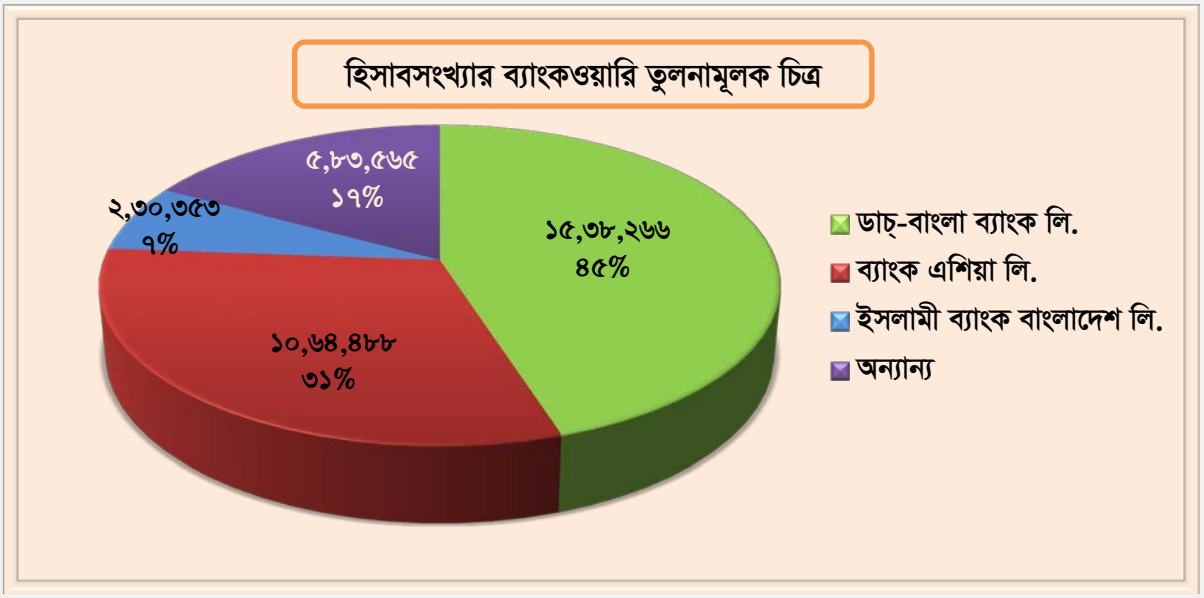

মার্চ ২০১৯ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত হিসাব খোলার গ্রাম ও শহরভিত্তিক তুলনামূলক চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

চিত্রঃ ৩

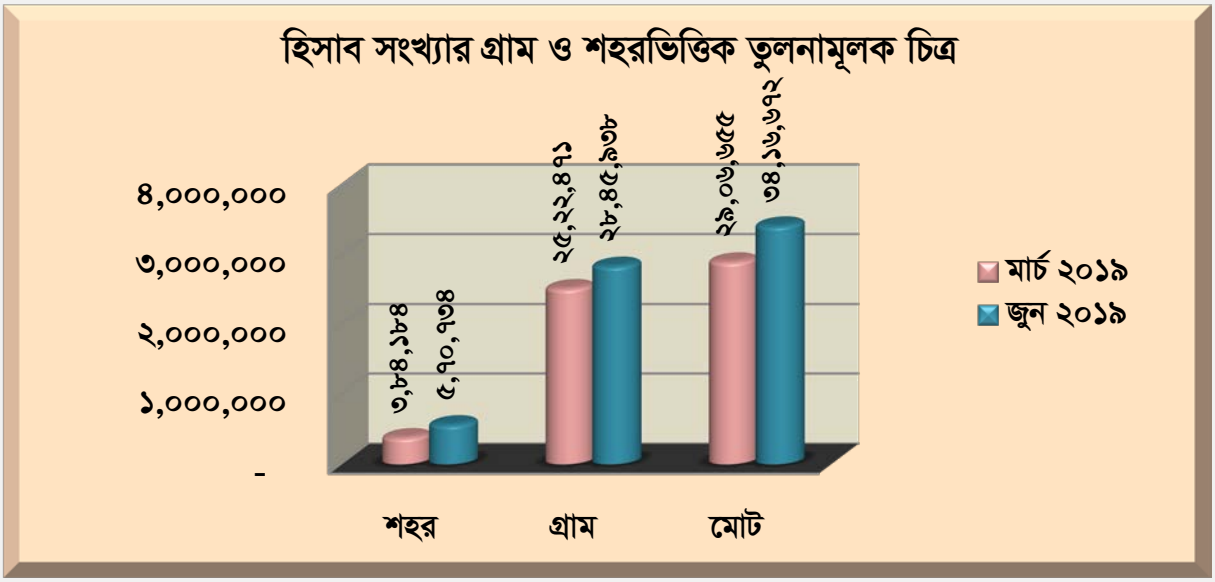

২.২। এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে খোলা হিসাবের পরিবর্তনের হার ঃ

ছকঃ ৩

ক্রঃ নং	ব্যাংকের নাম	হিসাব সংখ্যা			
		ডিসেম্বর ২০১৮	মার্চ ২০১৯	জুন ২০১৯	পরিবর্তন (%)
১	ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লি.	১১,৮৭,১৯১	১৩,৬৩,৭২১	১৫,৩৮,২৬৬	১৩%
২	ব্যাংক এশিয়া লি.	৭,৪৯,১৬৫	৮,৭৫,১৬৯	১০,৬৪,৪৮৮	২২%
৩	আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.	১,৩৬,৪৩৪	১,৫৮,৯৩৯	১,৭৫,৪৯৮	১০%
৪	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	২৬,০৪৭	২৯,৭১৪	৩২,৯৫৬	১১%
৫	মধুমতি ব্যাংক লি.	৩৮৭৩৮	৪১০১৮	৪৭,২৩৪	১৫%
৬	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	৩২,৭৬৬	৩৭,৩২৬	৪২,৩০৫	১৩%
৭	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	৪১,১১১	৪৩,৮২৩	৪৯,৭৪১	১৪%
৮	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	৮,৪৪৫	৯,৩০৪	১০,০১৯	৮%
৯	অগ্রণী ব্যাংক লি.	৬৫,৯৫৬	৮০,২১৪	৯২,৯০৯	১৬%
১০	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	১৫,৯৬৫	১৯,১৮৮	২১,৫৪৬	১২%
১১	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	৫,৭৯০	৭,৯০৮	৯,৬৬০	২২%
১২	দি সিটি ব্যাংক লি.	২৪,৩০৯	৪০,১২১	৫৩,৭৫৪	৩৪%
১৩	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	১,০৬,১৩৮	১,৬৬,৩০৯	২,৩০,৩৫৩	৩৯%
১৪	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	৬,৫৪১	১০,৮৮২	১৫,৫১৮	৪৩%
১৫	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	৭,৯৯৯	১৪,৩২২	১৯,১৫৩	৩৪%
১৬	এবি ব্যাংক লি.	২,৪৮৩	৪,৭৯৩	৬,৭১৭	৪০%
১৭	এনআরবি ব্যাংক লি.	১৫০৮	২৬৯৬	৩,৯৭৫	৪৭%
১৮	ব্র্যাক ব্যাংক লি.	৩২৫	৮৩৯	২,০৪৩	১৪৪%
১৯	ইস্টার্ন ব্যাংক লি.	৭১	৩৬৯	৫৩৭	৪৬%
	মোট	**২৪,৫৬,৯৮২**	**২৯,০৬,৬৫৫**	**৩৪,১৬,৬৭২**	**১৮%**

ছক-৩ হতে দেখা যাচ্ছে যে, মার্চ ২০১৯ হতে জুন ২০১৯ ত্রৈমাসিকে ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লি. এর হিসাব সংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৩ শতাংশ এবং একই সময়ে ব্যাংক এশিয়া লি. ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর হিসাব সংখ্যা বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ২২ শতাংশ ও ৩৯ শতাংশ। এছাড়া, ব্র্যাক ব্যাংক লি. এর হিসাব সংখ্যা বৃদ্ধির হার শতভাগের অধিক। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে খোলা হিসাব সংখ্যার সামগ্রিক বৃদ্ধির হার ১৮ শতাংশ হয়েছে যা এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমের জনপ্রিয়তাকে তুলে ধরছে।

চিত্রঃ ৪

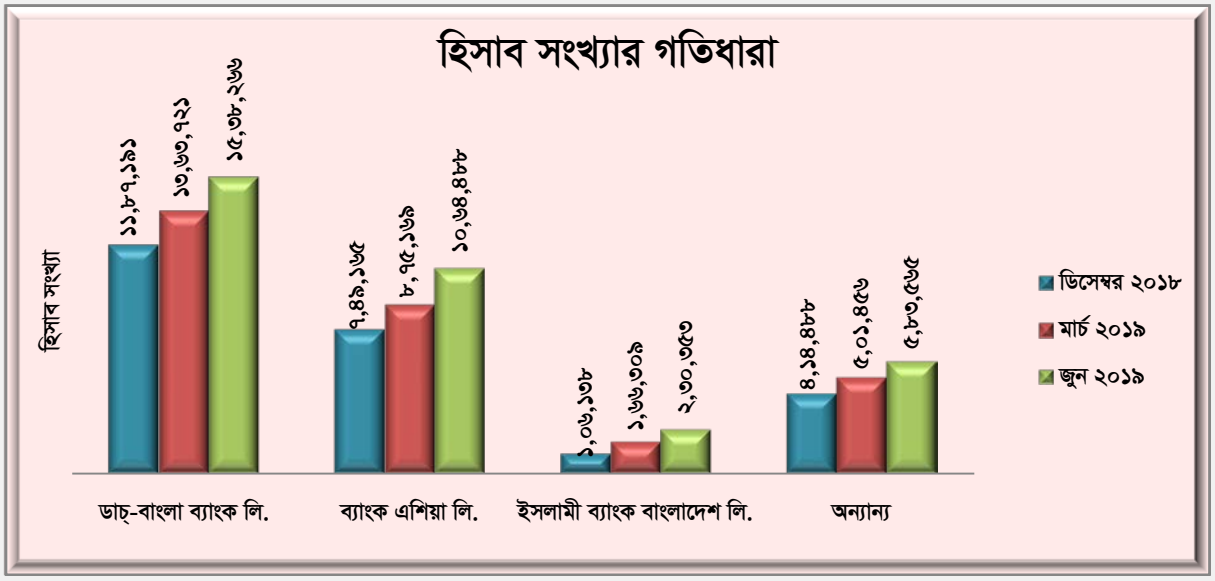

চিত্র-৪ এর মাধ্যমে গত তিন ত্রৈমাসিকে এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে খোলা হিসাবের গতিধারার তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ গতিধারার উর্ধ্বমুখী প্রবণতা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্প্রসারণে এজেন্ট ব্যাংকিং এর ভূমিকাকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিচ্ছে।

৩। আমানত

৩.১। এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে খোলা হিসাবসমূহে আমানতের (খাতওয়ারী) তথ্য নিচের ছকে তুলে ধরা হলোঃ

ছকঃ ৪ *(লক্ষ টাকায়)*

ক্রঃ নং	ব্যাংকের নাম	হিসাবে স্থিতি								মোট (১)+(২)= (৩)+(৪)+(৫) =(৬)+(৭)
		শহর (১)	গ্রাম (২)	পুরুষ (৩)	নারী (৪)	অন্যান্য (৫)	চলতি (৬)	সঞ্চয়ী (৭)	অন্যান্য (৮)	
১	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	৩১,৭৪৩.৩২	৮৩,৪২৫.৫০	৭৬,৩২১.৫৩	২৪,৮৫৪.৩৭	১৩,৯৯২.৯২	৪,৭৪৬.৭৮	৭৯,৪১৭.১৮	৩১,০০৪.৮৬	১,১৫,১৬৮.৮২
২	ব্যাংক এশিয়া লি.	১৬,১৬৭.৯১	৮২,০৪৬.১২	৫৮,৯১১.৬৭	৩১,৪৩৬.৮৬	৭,৮৬৫.৫০	৭,৭৭১.১৩	৫০,৭৪২.৫১	৩৯,৭০০.৩৯	৯৮,২১৪.০৩
৩	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	৪১,৩৯৯.৫২	৯৮,৫৮৮.৫৮	১,১৮,৫৮৪.১৪	২১,৪০৩.৯৬	০.০০	৩,২৫১.২০	৫০,৯১১.৬৪	৮৫,৮২৫.২৬	১,৩৯,৯৮৮.১০
৪	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	১,৬৬৩.৭৩	২,৫৬৩.৫৯	২,৪৭৯.৫৩	১,৭৪৭.৭৯	০.০০	১৯৪.৮৭	১,০৫০.০৬	২,৯৮২.৪০	৪,২২৭.৩৩
৫	মধুমতি ব্যাংক লি.	০.০০	১,৫৭১.০০	৯৪৪.০০	৬২৭.০০	০.০০	১১৪.০০	১,৪৩৮.০০	১৯.০০	১,৫৭১.০০
৬	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	৪,৮৫৮.০০	৯,০৪০.০০	১০,৩৯৪.০০	৩,৫০৪.০০	০.০০	২,১৯১.০০	৪,৯৯৪.০০	৬,৭১৩.০০	১৩,৮৯৮.০০
৭	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	৭৪.৮৩	১,৫৩৭.০৬	১,১২৮.৩২	৪৮৩.৫৭	০.০০	৭.৭৫	১,১৯১.৪৬	৪১২.৬৮	১,৬১১.৮৯
৮	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	৩৪.৪৭	১,৬০৫.৩৭	১,০৭৬.৪২	৫৬৩.৪২	০.০০	১৯৩.৭৬	৮৩৩.৬১	৬১২.৪৭	১,৬৩৯.৮৪
৯	অগ্রণী ব্যাংক লি.	৩৬,৪২০.২৬	৯,৫২৮.৮২	৬,০৭৪.৪৩	৩৯,৮৭৪.৬৪	০.০০	৭৩৭.৮৯	৭,৪৩৯.৯০	৩৭,৭৭১.২৮	৪৫,৯৪৯.০৭
১০	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	০.০০	৫,৪১১.৮৪	৩,৫৮৪.৭৭	১,৮২৭.০৭	০.০০	৬৭৯.৭	১,৬৫৯.৪৩	৩,০৭২.৭১	৫,৪১১.৮৪
১১	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	২২৫.৮৬	১,০২৯.৭৬	৯৯১.৪৩	২৬৪.১৯	০.০০	১৩৩.২২	২৯০.৮১	৮৩১.৫৯	১,২৫৫.৬২
১২	দি সিটি ব্যাংক লি.	৩,৯৭০.৩৫	৪,৫৯৩.০৬	৭,০২৪.১৫	১,৫৩৯.২৬	০.০০	১,৯৫০.৩৯	২,৬৯৫.৬২	৩,৯১৭.৩৯	৮,৫৬৩.৪০
১৩	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	৮,৬৩৭.৪৫	৬৪,০২৬.২৫	৪৮,৬৯৭.৯৫	২৩,৯৬৫.৭৫	০.০০	৫,৫৯২.২০	২৭,৫৭৬.০১	৩৯,৪৯৫.৪৯	৭২,৬৬৩.৭০
১৪	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	৪৮৯.৯৮	১,০১৬.৬১	১,২০১.৭৬	৩০৪.৮৩	০.০০	৩৩.১৩	৬২৩.১৩	৮৫০.৩৩	১,৫০৬.৫৯
১৫	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	৬,৯৬২.৪২	৫,৬৬৪.০৫	১০,৭৭১.৬৪	১,৮৫৪.৮৩	০.০০	৮৪৯.১৮	১,৮০৫.৮৩	৯,৯৭১.৪৬	১২,৬২৬.৪৭
১৬	এবি ব্যাংক লি.	৪৭৯.৪০	১,৫৫৬.৭৬	১,৩২২.০৯	৭১৪.০৬	০.০০	১১৭.১৯	৮৩৭.৩৬	১,০৮১.৬১	২,০৩৬.১৬
১৭	এনআরবি ব্যাংক লি.	০.০০	১,১৬৭.৪৫	৬৩১.৪৪	৩৮৮.১১	১৪৭.৯	৭১.৩১	৩৫০.৬৫	৭৪৫.৪৯	১,১৬৭.৪৫
১৮	ব্র্যাক ব্যাংক লি.	১৩.০৩	৮৩৫.০৯	৭৫৫.৮৪	৯২.২৯	০.০০	৫০৪.১৪	৩৪৩.৯৯	০.০০	৮৪৮.১৩
১৯	ইস্টার্ন ব্যাংক লি.	৩৭.৪৭	৬১.৪৮	৭৩.৩১	২৫.৬৪	০.০০	২.০৩	৫৬.০৪	৪০.৮৮	৯৮.৯৫
	মোট	১,৫৩,১৭৮.০০	৩,৭৫,২৬৮.৩৯	৩,৫০,৯৬৮.৪২	১,৫৫,৪৭১.৬৪	২২,০০৬.৩২	২৯,১৪০.৮৭	২,৩৪,২৫৭.২৩	২,৬৫,০৪৮.২৯	৫,২৮,৪৪৬.৩৯

ছক-৪ হতে দেখা যায় যে, জুন ২০১৯ পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনাকারী ১৯ টি ব্যাংকের মাধ্যমে খোলা বিভিন্ন ধরনের হিসাবে সর্বমোট আমানতের পরিমাণ ৫,২৮,৪৪৬.৩৯ লক্ষ টাকা। তথ্য পর্যালোচনায় আরও পরিলক্ষিত হয় যে, এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে খোলা ৩৪,১৬,৬৭২ টি হিসাবের বিপরীতে হিসাব প্রতি গড়ে প্রায় ১৫,৪৬৭.০০ টাকা আমানত জমা হয়েছে। এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থা অনুমোদনের ফলে আমানতের এ অর্থ আনুষ্ঠানিক খাতের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া, এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সংগৃহীত আমানতের অর্থের সিংহভাগ গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিনিয়োগের সুযোগ করা গেলে তা গ্রামীণ অর্থনীতির চাকাকে শক্তিশালী ও সচল রাখতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলেও আশা করা যায়। আমানত সংগ্রহে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লি. ও ব্যাংক এশিয়া লি.।

ব্যাংকওয়ারি আমানত সংগ্রহের তুলনামূলক চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

চিত্রঃ ৫

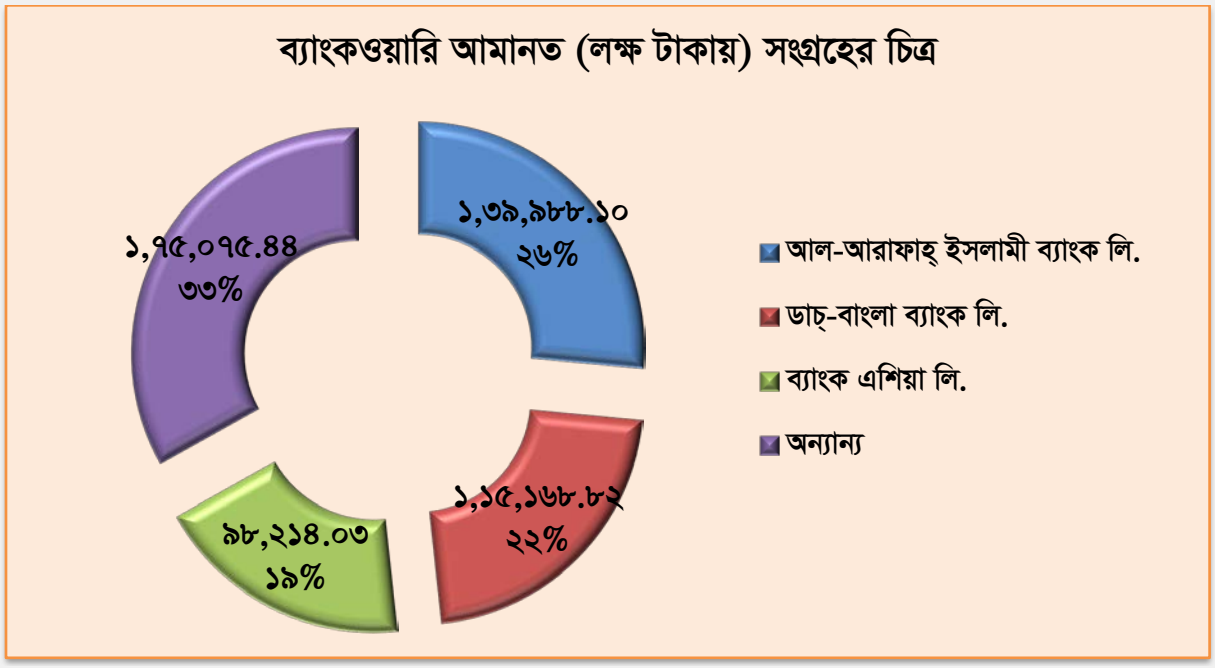

মার্চ ২০১৯ ত্রৈমাসিকে আমানতের পরিমাণ ছিল ৩,৭৩,৪৫০.৩৬ লক্ষ টাকা যা জুন ২০১৯ এ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫,২৮,৪৪৬.৩৯ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য, গত মার্চ ত্রৈমাসিকে হিসাব প্রতি গড় আমানত ছিল ১২,৮৪৮.১১ টাকা এবং জুন ত্রৈমাসিকে হিসাবপ্রতি গড় আমানত ২,৬১৯ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৫,৪৬৭.০০ টাকা। আমানতের ত্রৈমাসিক বৃদ্ধির চিত্র নিম্নরূপঃ

চিত্র ঃ ৬

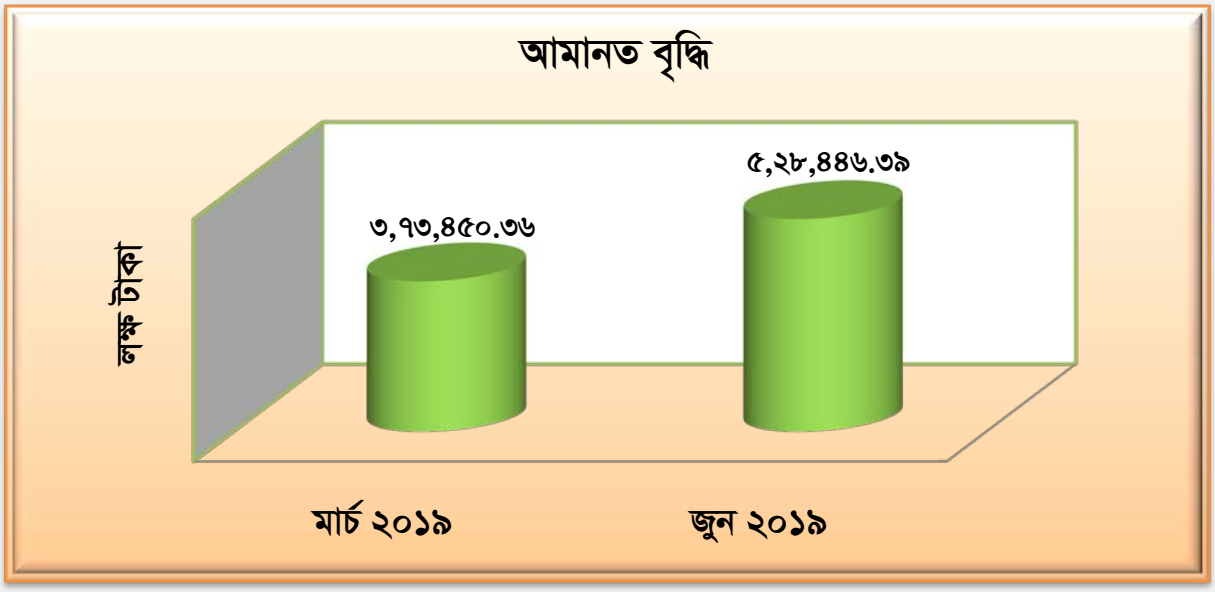

৩.২। এজেন্ট ব্যাংকিং হিসাবে আমানতের ত্রৈমাসিক তুলনা নিম্নরূপঃ

ছকঃ ৫

ক্রঃ নং	ব্যাংকের নাম	আমানত (লক্ষ টাকায়)			
		ডিসেম্বর ২০১৮	মার্চ ২০১৯	জুন ২০১৯	পরিবর্তন (শতাংশে)
১	ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লি.	৮২,৭২২.৯১	৯৫,৫৫৬.১০	১,১৫,১৬৮.৮২	২১%
২	ব্যাংক এশিয়া লি.	৬৯,৫৫২.৯০	৭৫,৩৬১.৮৪	৯৮,২১৪.০৩	৩০%
৩	আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.	৯২,৮৩০.৩৩	১,০২,৪৩৪.৯৩	১,৩৯,৯৮৮.১০	৩৭%
৪	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	১,৯৭৮.৩১	৩,১৩৭.৩৫	৪,২২৭.৩৩	৩৫%
৫	মধুমতি ব্যাংক লি.	১,০০৯.০০	৯৯১.০০	১,৫৭১.০০	৫৯%
৬	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	১০,৩৩৭.০০	১১,৮১৪.০০	১,৩৮৯৮.০০	১৮%
৭	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	১,১৯৯.৪১	১,৮০৩.২৮	১,৬১১.৮৯	-১১%
৮	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	১,২০৭.৮৭	১,৫০৭.৯০	১,৬৩৯.৮৪	৯%
৯	অগ্রণী ব্যাংক লি.	৬,৭১৯.৬৭	৯,৭৯৫.০৩	৪৫,৯৪৯.০৭	৩৬৯%
১০	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	৩,১৪৫.০৯	৪,১৮২.৭৪	৫,৪১১.৮৪	২৯%
১১	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	৯২১.৭১	১,২৬২.২৭	১,২৫৫.৬২	-১%
১২	দি সিটি ব্যাংক লি.	৩,২৯০.২২	৫,১০১.৮৮	৮,৫৬৩.৪০	৬৮%
১৩	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	৩০,৮৯৫.৬৫	৪৯,২৯৭.৩৬	৭২,৬৬৩.৭০	৪৭%
১৪	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	৪২৬.৪৪	৯৫৭.০৪	১,৫০৬.৫৯	৫৭%
১৫	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	৩,১৭৬.৯৫	৭,২৪৪.৮০	১২,৬২৬.৪৭	৭৪%
১৬	এবি ব্যাংক লি.	৭৬০.০৬	১,৩৫৩.০৬	২,০৩৬.১৬	৫০%
১৭	এনআরবি ব্যাংক লি.	৭০৮.২৫	৯৫৯.০৭	১,১৬৭.৪৫	২২%
১৮	ব্র্যাক ব্যাংক লি.	৩৫৮.৫৫	৬১৮.৭৫	৮৪৮.১৩	৩৭%
১৯	ইস্টার্ন ব্যাংক লি.	০.২৮	৭২.০০	৯৮.৯৫	৩৭%
	মোট	**৩,১১,২৪০.৬০**	**৩,৭৩,৪৫০.৪০**	**৫,২৮,৪৪৬.৩৯**	**৪২%**

ছক-৫ হতে দেখা যায় যে, চলতি ত্রৈমাসিকে সর্বমোট আমানতের পরিমাণ গত ত্রৈমাসিকের তুলনায় প্রায় ৪২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। মিডল্যান্ড ব্যাংক লি. ও এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি. ব্যতীত সবগুলি ব্যাংকের আমানত গত ত্রৈমাসিকের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। আমানতের পরিমাণের ভিত্তিতে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. শীর্ষে অবস্থান করলেও আমানত বৃদ্ধির হারের দিক থেকে অগ্রণী ব্যাংক লি. সব থেকে এগিয়ে রয়েছে।

আমানতের গতিধারা নিম্নচিত্রে তুলে ধরা হলো ঃ

চিত্রঃ ৭

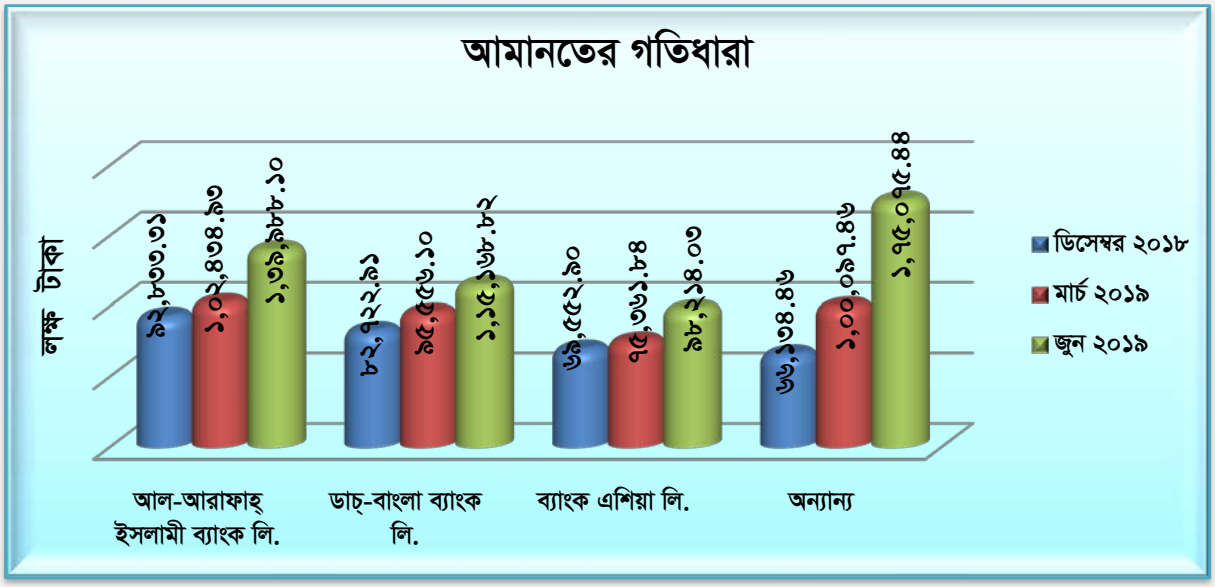

৪। ঋণ বিতরণ

৪.১। এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের (খাতওয়ারী) তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

ছকঃ ৬

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	ব্যাংকের নাম	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)					মোট (১)+(২)= (৩)+(৪)+(৫)
		শহর (১)	গ্রাম (২)	পুরুষ (৩)	নারী (৪)	অন্যান্য (৫)	
১	ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লি.	১১৪.১৭	২৩৩.২৪	২৮২.৬৩	৬৪.৭৮	০.০০	**৩৪৭.৪১**
২	ব্যাংক এশিয়া লি.	৩,৩১৩.৩৩	১৭,৭৮৬.৭৩	৬,২৪১.৩৭	১,৯২৫.৭৮	১২,৯৩২.৯১	**২১,১০০.০৬**
৩	আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.	৩৭৭.৩৮	২০৭.৭৪	৫০৯.০৫	৭৬.০৭	০.০০	**৫৮৫.১২**
৪	মধুমতি ব্যাংক লি.	০.০০	১০.০০	৯.৫০	০.৫০	০.০০	**১০.০০**
৫	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	১৪৩.০০	২৮.০০	১৪৪.০০	২৭.০০	০.০০	**১৭১.০০**
৬	দি সিটি ব্যাংক লি.	৪৮২.২৫	১,০২৯.৭৫	১,৪৯০.০৫	২১.৯৫	০.০০	**১,৫১২.০০**
৭	এনআরবি ব্যাংক লি.	০.০০	৯.০০	৯.০০	০.০০	০.০০	**৯.০০**
মোট		**৪,৪৩০.১৩**	**১৯,৩০৪.৪৬**	**৮,৬৮৫.৬**	**২,১১৬.০৮**	**১২,৯৩২.৯১**	**২৩,৭৩৪.৫৯**

এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলো শুধু হিসাব খোলা ও পরিচালনা করা বা রেমিট্যান্স বিতরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, ঋণ বিতরণের মাধ্যমে আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করে গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা সচল রাখার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ছক-৬ হতে দেখা যাচ্ছে, জুন ২০১৯ পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ৭টি ব্যাংক তাদের ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উক্ত ৭টি ব্যাংক এর মাধ্যমে সর্বমোট ২৩,৭৩৪.৫৯ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ঋণ প্রবাহের ধারা থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, শহরের তুলনায় গ্রামে ঋণ প্রবাহের পরিমাণ ৪.৩৫ গুণ বেশি।

এজেন্ট আউটলেট এর মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের ব্যাংকওয়ারি চিত্র নিচে দেয়া হলো ঃ

চিত্রঃ ৮

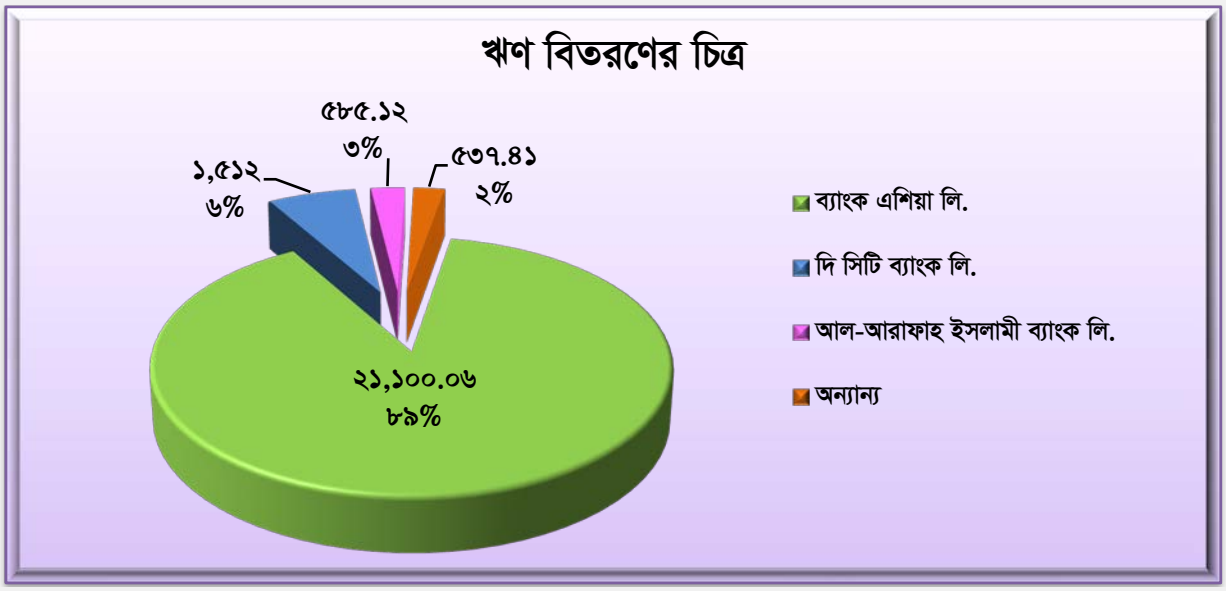

চিত্র-৮ হতে দেখা যায়, ব্যাংক এশিয়া লি. তাদের এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ২১,১০০.০৬ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করে শীর্ষে অবস্থান করছে যা এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিতরণকৃত মোট ঋণের ৮৯%। এছাড়া, দি সিটি ব্যাংক লি. এজেন্টের মাধ্যমে ঋণ বিতরণে দ্বিতীয় শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.।

৫। হিসাব সংখ্যা, আমানত ও ঋণ বিতরণের নারী-পুরুষ ভিত্তিক তুলনা

৫.১। এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে খোলা হিসাব, আমানত ও ঋণ বিতরণের নারী/পুরুষ ভিত্তিক তুলনা নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

ছক ৭ ঃ

আমানত ও ঋণ (লক্ষ টাকায়)

	হিসাব সংখ্যা			আমানত			ঋণ বিতরণ		
	মার্চ ২০১৯	জুন ২০১৯	পরিবর্তন (%)	মার্চ ২০১৯	জুন ২০১৯	পরিবর্তন (%)	মার্চ ২০১৯	জুন ২০১৯	পরিবর্তন (%)
নারী	১০,২৪,১১৪	১২,৩২,৬৭৫	২০.৩৬%	৯৭,২২১.৮৬	১,৫৫,৪৭১.৬৪	৬০%	১,৯৫১.৪৪	২,১১৬.০৮	৮.৪৩%
পুরুষ	১৮,৬১,৪৪৩	২১,৬০,৬১৮	১৬.৩৩%	২,৬০,৪৫৯.২২	৩,৫০,৯৬৮.৪২	৩৪.৭৫%	৭,৫৬৬.৫০	৮,৬৮৫.৬০	১৪.৮০%
মোট	**২৮,৮৫,৫৫৭**	**৩৩,৯৩,২৯৩**	**১৭.৬০%**	**৩,৫৭,৬৮১.০৮**	**৫,০৬,৪৪০.০৬**	**৪১.৬০%**	**৯,৫১৭.৯৪**	**১০,৮০১.৬৮**	**১৩.৪৮%**

ছক-৭ হতে দেখা যায় যে, মার্চ ২০১৯ ত্রৈমাসিকের তুলনায় জুন ২০১৯ ত্রৈমাসিকে নারী হিসাব সংখ্যা বৃদ্ধির হার ২০.৩৬ শতাংশ এবং পুরুষ হিসাব সংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৬.৩৩ শতাংশ। তবে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে নারী ও পুরুষ উভয় হিসাব সংখ্যার সার্বিক বৃদ্ধির হার ১৭.৬০ শতাংশ। তথ্য পর্যালোচনায় আরো দেখা যায়, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে খোলা নারী হিসাবের আমানত বৃদ্ধির হার পুরুষ হিসাবের আমানত বৃদ্ধির তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। যদিও

নারী হিসাবের তুলনায় পুরুষ হিসাবে আমানতের পরিমাণ দ্বিগুণেরও অধিক। তবে, উভয় ধরণের হিসাবে আমানত বৃদ্ধির সার্বিক হার ৪১.৬০ শতাংশ। ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, নারী ও পুরুষ উভয় হিসাবের বিপরীতে ঋণ বিতরণের হার গত ত্রৈমাসিকের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে নারী ও পুরুয় উভয় ধরণের হিসাবে ঋণ বিতরণের সার্বিক হার ১৩.৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মার্চ ২০১৯ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত নারী-পুরুষ হিসাব সংখ্যার তুলনামূলক চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

চিত্রঃ ৯

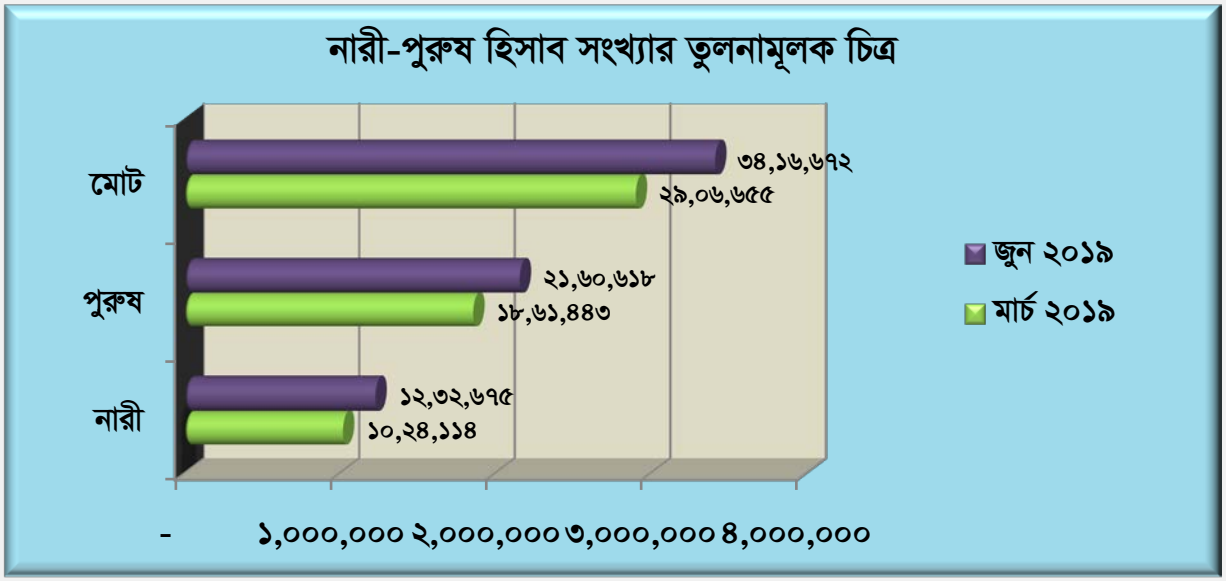

চিত্র ১০ ঃ

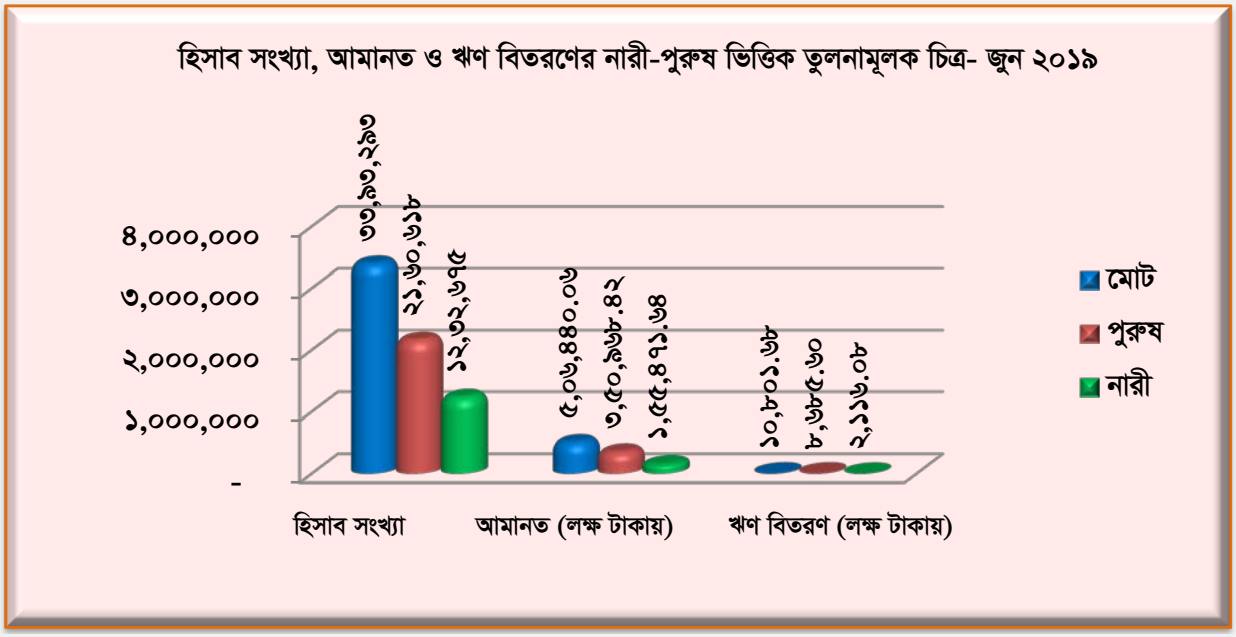

৬। রেমিট্যান্স

৬.১। জুন ২০১৯ পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে রেমিট্যান্স বিতরণের সার-সংক্ষেপঃ

ব্যাংকগুলোর এজেন্ট আউটলেটের মাধ্যমে গ্রাহকদের রেমিট্যান্স সেবা প্রদানে এজেন্ট ব্যাংকিং বেশ কার্যকরী মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে রেমিট্যান্স সেবা প্রদানে এজেন্ট ব্যাংকিং অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ব্যাংকের শাখার ন্যায় এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটগুলো তুলনামূলক সহজ পদ্ধতিতে ও দ্রুততম সময়ে এ সেবা প্রদান করছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত ১৮ টি ব্যাংকের মাধ্যমে ৮,৫৭৬ টি আউটলেটের মাধ্যমে সর্বমোট ৯,৩৪,৯০৫.১৭ লক্ষ টাকা রেমিট্যান্স বিতরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে গ্রামাঞ্চলে বিতরণকৃত রেমিট্যান্সের পরিমাণ সর্বমোট ৮,৩৭,৫৪৭.৩৪ লক্ষ টাকা এবং শহরাঞ্চলে বিতরণকৃত রেমিট্যান্সের পরিমাণ সর্বমোট ৯৭,৩৫৭.৮৩ লক্ষ টাকা।

জুন ২০১৯ পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিতরণকৃত রেমিট্যান্সের তথ্য নিচে তুলে ধরা হলোঃ

ছকঃ ৮

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	ব্যাংকের নাম	রেমিট্যান্স		
		শহর (১)	গ্রাম (২)	মোট = (১)+(২)
১	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লি.	৬৩,৫১৮.৩৭	২,৮৭,৫৬৭.৫০	**৩,৫১,০৮৫.৮৭**
২	ব্যাংক এশিয়া লি.	১৬,৭৮৯.৭০	২,৫২,২৭৬.০১	**২,৬৯,০৬৫.৭১**
৩	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	৪,৪৫৯.৪৭	১,২৬,২৯৫.৭২	**১,৩০,৭৫৫.১৯**
৪	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	৪.৫৫	৩০১.৭০	**৩০৬.২৫**
৫	মধুমতি ব্যাংক লি.	০.০০	১৯১.২১	**১৯১.২১**
৬	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	১,৪২৩.০০	১১,১১৮.০০	**১২,৫৪১.০০**
৭	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	০.০০	২০.৮৮	**২০.৮৮**
৮	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	১৭.৮৯	৩,২৫৪.৮৮	**৩,২৭২.৭৭**
৯	অগ্রণী ব্যাংক লি.	৭৫৯.৩৪	৪৭,১৬৬.৫২	**৪৭,৯২৫.৮৬**
১০	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	০.০০	১২৩০.৯৭৮	**১,২৩০.৯৮**
১১	মিডল্যান্ড ব্যাংক লি.	৮৭.০০	৫৮২.১৮	**৬৬৯.১৮**
১২	দি সিটি ব্যাংক লি.	৩১৯.১৮	৪,৩৪৮.৮৩	**৪,৬৬৮.০১**
১৩	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	৯,৯০৪.৩২	১,০১,৩২৩.৭৮	**১,১১,২২৮.১০**
১৪	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	৩০.২৭	৮৬৩.০৩	**৮৯৩.৩০**
১৫	এবি ব্যাংক লি.	৪৪.৬৫	৫২৩.৩৯	**৫৬৮.০৪**
১৬	এনআরবি ব্যাংক লি.	০.০০	৩৯৭.৯৩	**৩৯৭.৯৩**
১৭	ব্র্যাক ব্যাংক লি.	০.০৯	৭১.৬৬	**৭১.৭৫**
১৮	ইস্টার্ন ব্যাংক লি.	০.০০	১৩.১৪	**১৩.১৪**
	মোট	**৯৭,৩৫৭.৮৩**	**৮,৩৭,৫৪৭.৩৪**	**৯,৩৪,৯০৫.১৭**

ছক-৮ হতে দেখা যায় যে, শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে প্রায় ৯ গুণ বেশি রেমিট্যান্স বিতরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সংগৃহীত/বিতরণকৃত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ৭,১৮,২৬৪.৬২ লক্ষ টাকা যা জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯,৩৪,৯০৫.১৭ লক্ষ টাকা। তথ্য হতে সহজেই অনুমেয় যে, এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে রেমিট্যান্স বিতরণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া, শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে রেমিট্যান্স বিতরণের পরিমাণ বেশি হওয়ায়, এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা গ্রহণে সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠী অধিক আগ্রহী হচ্ছে বলেও ধারণা করা যায়।

৬.২। রেমিট্যান্স বিতরণের ব্যাংকওয়ারি চিত্র নিম্নরূপঃ

চিত্রঃ ১১

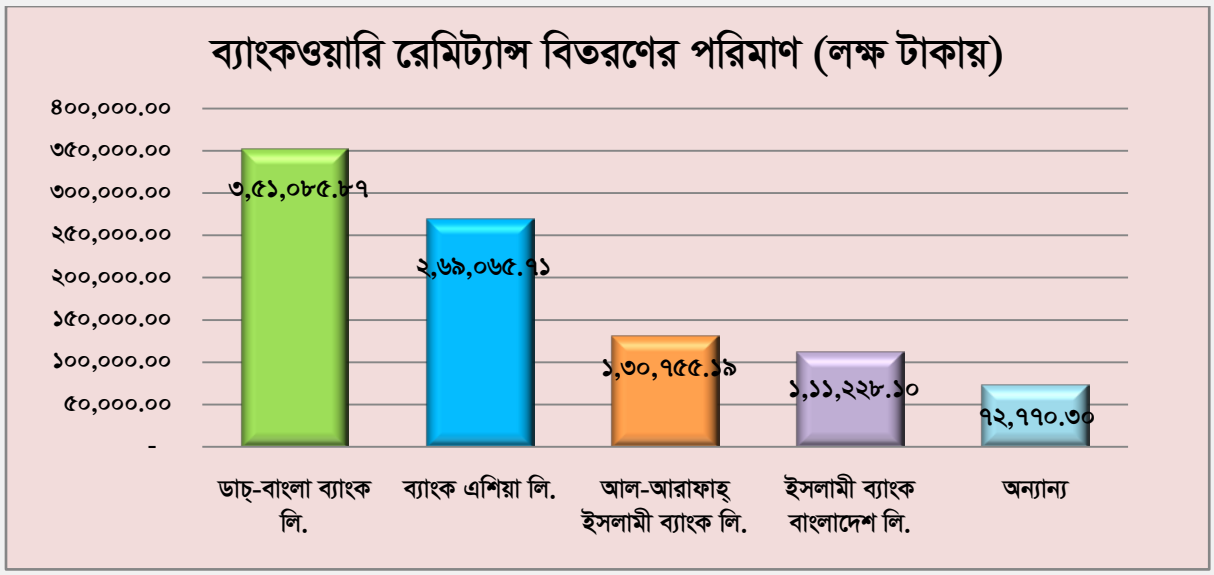

চিত্র-১১ হতে দেখা যাচ্ছে, জুন ২০১৯ পর্যন্ত ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লি. ৩,৫১,০৮৫.৮৭ লক্ষ টাকা ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স সংগ্রহ/বিতরণ করে শীর্ষে অবস্থান করছে। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে ব্যাংক এশিয়া লি. যার রেমিট্যান্স সংগ্রহ/বিতরণের পরিমাণ জুন ২০১৯ পর্যন্ত ২,৬৯,০৬৫.৭১ লক্ষ টাকা। তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থানে আছে যথাক্রমে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.।

মার্চ ও জুন ২০১৯ ভিত্তিক ত্রৈমাসিক ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স এর তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ

চিত্র ঃ ১২

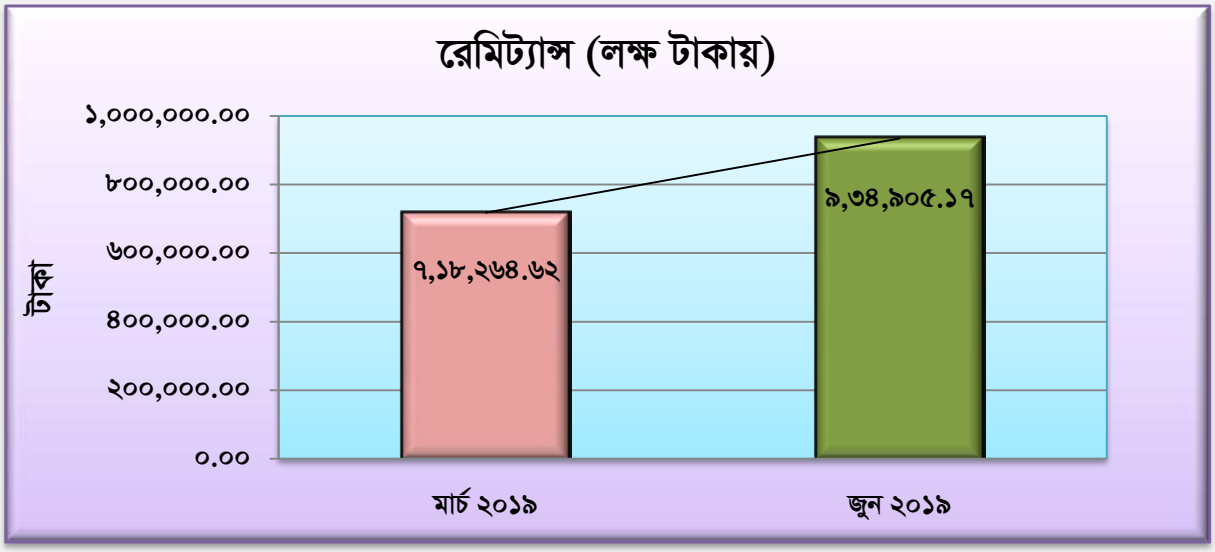

উপসংহারঃ

প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগণকে স্বল্পব্যয়ে আধুনিক ব্যাংকিং পরিসেবায় অন্তর্ভুক্তকরণে শাখাবিহীন ব্যাংকিং তথা এজেন্ট ব্যাংকিং বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত ও আলোচিত মাধ্যম। এজেন্ট ব্যাংকিং বিকাশের অন্যতম কারণ হলো এর আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ও ব্যয়সাশ্রয়ী সেবা প্রদানের বৈশিষ্ট্য। এজেন্ট আউটলেটে একজন গ্রাহক সহজেই তার বায়োমেট্রিক/হাতের আঙুলের স্পর্শের মাধ্যমে হিসাব পরিচালনা করতে সক্ষম। এজন্য অনগ্রসর জনপদে বা গ্রামাঞ্চলে সাধারণত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের স্বল্পতা থাকার কারণে যেখানে ব্যাংকের একটি পূর্ণাঙ্গ শাখা পরিচালনা করা ব্যয়বহুল সেখানে অতি সহজেই এজেন্ট নিয়োগের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা সহজ ও সম্ভবপর। গ্রামীণ জনপদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এজেন্ট ব্যাংকিং তাই কার্যকরী একটি উদ্যোগ বলে বিবেচিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, ব্যাংকগুলোও তাদের এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম প্রতিনিয়ত প্রসারিত করছে। ব্যাংকগুলোর প্রেরিত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনায়ও এ বিষয়ে ইতিবাচক চিত্র ফুটে উঠেছে। তাছাড়া, এজেন্ট ও আউটলেটের সংখ্যা, হিসাব সংখ্যা, আমানত, ঋণ বিতরণ, রেমিট্যান্স বিতরণ ইত্যাদির ঊর্ধ্বগতি এজেন্ট ব্যাংকিং এর প্রয়োজনীয়তা ও জনপ্রিয়তাকেই সমর্থন করে। সে মোতাবেক এজেন্ট ব্যাংকিং হতে পারে ব্যাংকিং সেবাবঞ্চিত জনগণকে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনার অন্যতম কার্যকরী মাধ্যম যা বাংলাদেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্প্রসারণে ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।